

ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না

ড. রেজা কিবরিয়া

গত ২৭ জানুয়ারি ২০০৫ হবিগঞ্জের নিজ নির্বাচনী এলাকায় বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় আমার বাবা শাহ এ এম এস কিবরিয়া এমপি নিহত হওয়ার পর দেশে-বিদেশে অনেকে ব্যথিত ও মর্মান্বিত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

তার জীবদ্দশায় দেশে-বিদেশে তিনি বিভিন্ন সংস্থায় উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১-১৯৯২ সময়কালে তিনি জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি এবং এসকাপের নির্বাহী সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া ১৯৭৮-১৯৮১ সময়কালে তিনি পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুকালে তিনি বাংলা সাপ্তাহিক 'মৃদুভাষণে'র সম্পাদক ছিলেন (মৃদুভাষণের জন্ম তার হাতেই)।

তার মৃত্যু অনেককে করেছে ভীতসন্ত্রস্ত। গ্রেনেড হামলায় আহত হওয়ার পরও দু-তিন ঘণ্টা তিনি বেঁচে ছিলেন। যদি তাকে সময়মতো যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো, ঢাকা থেকে যদি দ্রুত হেলিকপ্টার পাঠানো যেত কিংবা একটি সুয়ৎস্পূর্ণ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে আমার বাবা আজ হয়তো বেঁচে থাকতেন। যে অ্যাম্বুলেন্সটি দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে ঢাকায় আসার পথে তেল নেওয়ার জন্য এক ঘণ্টা দাঁড়াতে হয়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেন বা স্যালাইন সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। উল্লিখিত একটি সুবিধাও তাকে প্রদান করা হয়নি এবং কোনো রকম চিকিৎসা ছাড়াই রক্তক্ষরণে আমার বাবা মারা যান। যদিও নিশ্চিত নই, আমি জানতে পেরেছি যে, সিলেটের খুব কাছ থেকে (পাঁচ মিনিটের দূরত্ব) হেলিকপ্টার পাওয়া সম্ভব ছিল। আমি শুনেছি, কিছুদিন আগে এক আহত যুবদল নেতার জন্য একটি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যখন আমার বাবার জন্য হেলিকপ্টার চাওয়া হলো, তখন প্রশাসন থেকে যে উত্তর পাওয়া গেল তা হলো, উচ্চ পদমর্যাদার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ হেলিকপ্টার পেতে পারে না।

আমি জানি, আমার বাবার জন্য দেশে-বিদেশে অনেকে শোকাহত হয়েছেন। এখন অশ্রু বিসর্জনেরও সময় নেই। এখন সোচ্চার হই যাতে খুনিরা বিনা বিচারে পরিত্রাণ না পায়। আসুন সবাই, বন্ধুগণ, আমাদের দীর্ঘ আন্দোলন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমার মা, বোন এবং আমি দমে যাব না- যতক্ষণ না ন্যায়বিচার নিশ্চিত হচ্ছে।

আমার বাবার ওপর নৃশংস হামলা থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলি সম্বন্ধে এফবিআই বা এ ধরনের কোনো সংস্থার মাধ্যমে একটি স্বাধীন ও আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানাচ্ছি আমরা। বর্তমান সরকারের অতীত তদন্তসমূহের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে এ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কোনো তদন্তে আমাদের আস্থা নেই। কারণ তাতে সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে। এখানে স্মর্তব্য যে, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পূর্ববর্তী ঘটনার কোনো তদন্ত রিপোর্টও প্রকাশিত হয়নি। সরকার আমাদের দাবি গ্রহণ করে বিবৃতি দিয়েছে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে অনুরোধ করেনি। জাতিকে বোকা বানানোর কী অপচেষ্টা! দেশে এফবিআইর টিম এলে সরকারের আপত্তি থাকবে না- সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ ধরনের রিপোর্টের ভিত্তিতে হঠাৎ করে এফবিআই টিম এখানে আসবে না।

আমার বাবা একজন ভালো মানুষ ও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। আমি এ মুহূর্তে তার বিরাট অবদান ও সামর্থ্যের সামান্য অংশই শুধু তুলে ধরতে পারি। আমার মা একজন চিত্রশিল্পী এবং গৃহবধূ। আমার মতো আমার বোনও একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। আমরা তিনজই গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত নই। তা সত্ত্বেও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাব যাতে আমার বাবার খুনিদের বিচার হয় এবং তার আত্মা শান্তি পায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সরকারি পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত নই। শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপরই আমার যতটুকু প্রভাব রয়েছে। আমার অঢেল ধন-সম্পত্তি নেই। বাবার হত্যার

বিচার পাওয়ার জন্য আমাকে অন্যদের সহযোগিতা ও সদৃষ্টি ওপরই নির্ভর করতে হবে। দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাকে সাধারণ ক্ষমতা দিয়ে ক্ষমতাধর অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে। কেননা, সেই অশুভ শক্তিই পরিকল্পিতভাবে আমার বাবাকে হত্যা করেছে। আমি তাই আপনাদের প্রতি আস্থান জানাই : আসুন, আমরা সবাই মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের সেই শক্তি, সাহস এবং বিচক্ষণতা দান করেন, যাতে করে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।

যদিও আমি একজন সাধারণ নাগরিক, আমি আমার বাবারই সন্তান। যতদিন লাগুক, আমরা বাবার খুনিদের খুঁজে বের করবই। এ ক্ষেত্রে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যারা আমার বাবাকে ভালবাসতেন, তারা আমার শোকাহত পরিবারের প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমনই প্রতিকূল যে, ২০০ মানুষের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও দুষ্কৃতকারীদের দমন-পীড়ন এবং বাধা আসতে পারে। ভয় সেখানেও থেকে যায়, যদি ২ লাখ লোকও দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়। কেননা, অত্যাচারী শাসকের প্রতিক্রিয়া তার বিরুদ্ধে যেকোনো প্রতিবাদে একই রকম হয়। শান্তিপূর্ণভাবে বৃহৎ আকারের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন কোনো সহজ কাজ নয়। এজন্য প্রয়োজন সুচারু পরিকল্পনা। এ ক্ষেত্রে উসকানিদাতাদের বিষয়েও বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। তাই দেশের সব সচেতন মানুষের প্রতি আমার আস্থান, আপনারা সংঘবদ্ধ হোন এবং ক্ষতঃক্ষুর্তভাবে প্রতিটি প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিন। এর মধ্যে একটি হলো ৪ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) দুপুর ৩টায় দেশজুড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ৩০ মিনিট নীরব প্রতিবাদ। এ কর্মসূচির মাধ্যমে আমার মা আসমা কিবরিয়া আমার বাবার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে সবার প্রতি আস্থান জানিয়েছেন।

আপনারা হয়তো আমার বাবা ও পরিবারের প্রতি সহানুভূতির জন্য এতে অংশ নেবেন। আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের শান্তিপূর্ণ দেশবাসীকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তাদের সবার, বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের জেগে উঠতে হবে। যারা এ দেশটাকে তাদের লোভ ও ক্ষমতালিপ্সার দ্বারা কুক্ষিগত করেছে, তাদের হাত থেকে দেশটাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। আসুন, আমরা একতাবদ্ধ হয়ে ৩৪ বছর আগের যে 'সোনার বাংলা'র জন্য লাখ লাখ বীর বাঙালি অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, আজ সেই সুপ্নকে পুনরুদ্ধার করি।

শাহ মনজুর হুদা কল্যাণ ফান্ড : শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ভাতিজা শাহ মনজুর হুদা গত ২৭ জানুয়ারির গ্রেনেড হামলায় চাচার সঙ্গে নিহত হন। মৃত্যুকালে শাহ মনজুর হুদা তার স্ত্রী, দুই শিশুসন্তান (একজনের বয়স ৮, অন্যজনের ১২) রেখে যান। ইতিমধ্যে আমরা শাহ মনজুর হুদার পরিবারের ভরণপোষণ ও সন্তানদের শিক্ষা খরচ চালিয়ে নেওয়ার জন্য 'শাহ মনজুর হুদা কল্যাণ ফান্ড' গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। শিগগিরই এ বিষয়ে একটি আবেদন জানানো হবে।

আরো পড়ুন (মুক্ত-মনায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী):

- [সরকারী সব সংস্থার ভেতর গ্রেনেড হামলাকারী লোক আছে: রেজা কিবরিয়া](#)
- [ত্রিরত্নের এ কি কাহিনী : লুৎফর রহমান রিটন](#)
- [মুদুভাষনের সময় শেষ হয়ে গেছে : মুস্তাসীর মামুন](#)
- [বাংলাদেশ কি জঙ্গী মৌলবাদী রাষ্ট্র? গোলাম মোর্তজা](#)
- [কোন দেশপ্রেমিককে বাঁচতে দেওয়া হবে না : আবেদ খান](#)

- এই দেশ এই জনপদ : নন্দিনী হোসেন
- দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর : অভিজিৎ রায়
- বাজার অর্থনীতি ও দারিদ্র বিমোচন : শাহ এ এম এস কিবরিয়ার শেষ লেখা

Visit: www.mukto-mona.com